১৩/৮/২০০২

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...৭.....

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিতে আমরা উদ্বিগ্ন

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা এক কথায় খুবই উদ্বেগজনক। ছাত্র ধর্মঘটের কারণে দীর্ঘদিন অচল থাকার পর নানামুখী উদ্যোগ নিয়ে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল করা হলো সেদিনই ভয়াবহ ছাত্র সংঘর্ষের কারণে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গেল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এই পরিস্থিতি সেশনজটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের।

আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিও উত্তপ্ত এবং বিরাজ করছে অচলাবস্থা। ছাত্রদলের ডাকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট চলছে। ছাত্রলীগও দিয়েছে পাল্টা কর্মসূচি। ফলে সেখানে বিরাজ করছে উত্তেজনাও। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদলের ডাকে হয়ে গেল ৩ দিনের ধর্মঘট। সেখানকার পরিস্থিতিও স্বাভাবিক নয়। আর শিক্ষক ও কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে অচল হয়ে আছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এ পরিস্থিতি কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের পর কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় যতদিন বন্ধ থাকবে ততদিন পরীক্ষাসহ একাডেমিক কর্মকাণ্ডও বন্ধ থাকবে। দেখা যাচ্ছে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ছাত্র সংঘর্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের কারণে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। আমরা সব সময়েই বলে আসছি এবং এখনো মনে করি বর্তমান ধারার ছাত্ররাজনীতিই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘাত-সংঘর্ষ এবং অচলাবস্থার জন্য দায়ী। কারণ সবগুলো রাজনৈতিক দলই তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় শক্তির হাতিয়ার হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোকে ব্যবহার করে আসছে। আমরা মনে করি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যতদিন এ ধরনের ছাত্ররাজনীতি থাকবে ততদিন আধিপত্য বিস্তারের এ লড়াইয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন বিপন্ন হবে। তাই ছাত্র রাজনীতিকে দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।